নীট বুলেটিন

BKMEA
Working Today To Shine Tomorrow

বিকেএমইএ-এর মাসিক প্রকাশনা। রেজি-ডিএ ৯৪। বর্ষ ০৫। সংখ্যা ০৩। মে ২০১৭

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে 'প্রাক বাজেট ২০১৭-১৮' অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপনকালে বিকেএমইএ'র ১ম সহ-সভাপতি এ এইচ আসলাম সানি

২০১৭-১৮ প্রাক বাজেট আলোচনায় উৎসে কর ০.৫ শতাংশ এবং কর্পোরেট ট্যাক্স ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব বিকেএমইএ'র

রাজধানীর সেগুন বাগিচায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সম্মেলন কক্ষে বস্ত্র, নন বস্ত্র সংক্রান্ত রপ্তানি খাত, বস্ত্র, পোশাক, পাট ও সুতা খাত সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে 'প্রাক বাজেট ২০১৭-১৮' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব মো: নজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে গত ৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় বিকেএমইএ'র প্রতিনিধিত্ব করেন বিকেএমইএ'র ১ম সহ-সভাপতি এ এইচ আসলাম সানি। তিনি নীট বাণিজ্যে শুল্ক সহায়তা প্রাপ্তিতে বিকেএমইএ'র বিভিন্ন প্রস্তাবনা এনবিআর-এর চেয়ারম্যানের কাছে তুলে ধরেন। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে নীট শিল্পের অবদান ১৫-১৬ শতাংশ এবং গত কয়েক বছরে দেশের নিট প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশের উপরে যাচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে ১৫ শতাংশ গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিই এর মূল কারণ বলে তিনি মনে করেন। এজন্য এনবিআর এবং সর্বোপরি সরকারের কাছে নীট শিল্পের জন্য বিশেষ নীতিগত সহায়তা আশা করেন তিনি। বৈশ্বিক শিল্প করারোপ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায় পৃথিবীর কোথাও উৎসে কর নেই। তারপরও বাংলাদেশে একই পণ্যের উপর বিভিন্ন ধাপে একাধিক উৎসে কর আদায় করা হয়। ফলে একই পণ্যের উপর সামষ্টিক এই করের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এমনকি লাভ ক্ষতি বিবেচনা না করে পোশাক রপ্তানিকারকদের কাছ থেকে 'এফওবি' মূল্যের উপর উৎসে কর আদায় করা হচ্ছে। বিকেএমইএ সহ-সভাপতি এনবিআর চেয়ারম্যানের কাছে রপ্তানিমূল্যের উপর উৎসে কর আদায় না করে শুধু 'সি এম' এর উপর ০.৫ শতাংশ চূড়ান্ত উৎসে কর এবং ১০ শতাংশ কর্পোরেট ট্যাক্স নির্ধারণের আবেদন জানান। তিনি জাতীয় অর্থনীতি ও রপ্তানির স্বার্থে এই খাতে ১০ শতাংশ হ্রাসকৃত হারে করারোপের মেয়াদ ১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত বাড়ানোর অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ ও রপ্তানি নীতি ২০১৫-১৮ এর সাথে কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (Act No. IV of 1969) এর ২২ নং ধারাটি সাংঘর্ষিক। তাই এই ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করেন তিনি। সেই সাথে তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ শুল্ক ও ভ্যাটমুক্ত আমদানির প্রস্তাব করেন বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে। তিনি স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে এনবিআর-এর সাধারণ আদেশে (আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪ তারিখ-০৫/০৬/২০১৪) উল্লিখিত সেবাসমূহকে রপ্তানির ক্ষেত্রে ভ্যাটমুক্ত রাখা আবশ্যক বলে মনে করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য এনবিআর চেয়ারম্যানের কাছে প্রস্তাব করেন। নীট খাতে ভ্যাট অব্যাহতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নীটওয়্যার খাতের রপ্তানি ও উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে এনবিআর কর্তৃক জারিকৃত আদেশে (আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪ তারিখ ০৫/০৬/২০১৪) উল্লিখিত সেবাসমূহের আওতামুক্ত অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি দিলে এই খাত অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে নীট রপ্তানিতে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। নীটওয়্যার রপ্তানির বৃহত্তর স্বার্থে এবং এর আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখতে এস এইচ কোডের সকল অগ্নি নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি আমদানিতে শুল্ক, ভ্যাট ও আগাম আয় করমুক্ত সুবিধা প্রদান জরুরি। সে লক্ষ্যে এইচ এস কোডের (73.04.19 All H.S.codes, 84.13.19 All H.S.codes, 84.24.90 All H.S. codes, 85.3d1.10 All H.S codes, 85.44.49. All codes) (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

দেশের অগ্রসর রপ্তানিখাত হিসেবে নীট শিল্পের বৈদেশিক বাণিজ্য জোরদার করতে এবং এই শিল্পকে দৃঢ়তর মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)। সেই লক্ষ্যে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি স্থাপন, শুল্ক বাধা নিরসন, রপ্তানি বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ নিয়ে প্রতিনিয়ত আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। দেশের সিংহভাগ নীট রপ্তানি হয় আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারগুলোতে। এই নির্ভরতা কমিয়ে বিশ্বের অন্যান্য অনগ্রসর বাজারগুলোতে নীট রপ্তানি বাড়াতে সচেষ্ট ও কার্যকরী কর্মপরিকল্পনা সামনে রেখে এগিয়ে যেতে চায় বিকেএমইএ। আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাজার বিস্তৃতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবের আরো কাছাকাছি নিয়ে যেতে সম্প্রতি কেনিয়ার প্রতিনিধি দলের সাথে বিকেএমইএ আলোচনা সভায় মিলিত হয়। কেনিয়া আফ্রিকা অঞ্চলে বাংলাদেশের নীট খাতের সম্ভাব্য নতুন বাজার সেই সাথে এ অঞ্চলের প্রবেশদ্বার হিসেবেও বিশ্ব বাজারে সমাদৃত। সেই লক্ষ্যে কেনিয়াকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে আফ্রিকার দেশগুলোতে নীট শিল্পের অপ্রচলিত এবং একই সাথে সম্ভাব্য বাজার বিস্তৃতিকে কেন্দ্র করে বিকেএমইএ এই আলোচনাকে ফলপ্রসূ রূপ দিতে বদ্ধ পরিকর। বাংলাদেশ-কেনিয়ার মধ্যে

বিকেএমইএ'র সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানে বায়োমেট্রিক ওয়ার্কার্স ডাটাবেইস কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু

বায়োমেট্রিক ওয়ার্কার্স ডাটাবেইস কার্যক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম উপলক্ষ্যে জরুরী বৈঠকে বিকেএমইএ'র সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান, এমপি

বিকেএমইএ'র আওতাধীন কারখানাগুলোতে বায়োমেট্রিক ওয়ার্কার্স ডাটাবেইস কার্যক্রম শুরু করতে গত ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে নারায়ণগঞ্জে বিকেএমইএ'র প্রধান কার্যালয়ে সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান, এমপির সভাপতিত্বে এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪২ নং আইন) এর ২৩২ (৩) ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ২১৩ (৩) বিধি অনুযায়ী বিকেএমইএ'র আওতাধীন নীট কারখানাগুলোতে বায়োমেট্রিক ওয়ার্কার্স ডাটাবেইস তৈরির কর্মপরিকল্পনা প্রসঙ্গে উক্ত বৈঠকে বিকেএমইএ'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসহ বিভিন্ন নীট কারখানার মালিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই কার্যক্রমের অধীনে বিকেএমইএ'র আওতাধীন সকল কারখানায় বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ওয়ার্কার্স ডাটাবেইস তৈরি করা হবে। আর যে কারখানাগুলো ইতোমধ্যেই এ কাজ সম্পন্ন করেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে শুধু নবায়ন ফি দিয়ে ডাটাবেইস আপডেট করতে হবে, নতুন করে সফটওয়্যার বাবদ কোনো ফি দিতে হবে না। বায়োমেট্রিক ওয়ার্কার্স ডাটাবেইস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্ভার রক্ষনাবেক্ষণ ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিকেএমইএ ইতোমধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ পদ্ধতিতে নীট কারখানাগুলো তার শ্রমিকদের আঙুলের ছাপ, কারখানায় অন্তর্ভুক্তি ও জীবন বৃত্তান্তসহ শ্রমিক সম্পর্কিত সকল তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণ ও শনাক্ত করতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্য প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা বিকেএমইএ'র অ্যাকাউন্টে পরিশোধ সাপেক্ষে তথ্য ফরম পূরণ করে বিকেএমইএ'র নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের যেকোনো একটিতে জমা দিতে হবে। তবে একই মালিকের একাধিক প্রতিষ্ঠান যদি বিকেএমইএ'র সদস্যভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে প্রতিটির জন্য আলাদাভাবে রেজিস্ট্রেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি কারখানাকে প্রথম বছরের সফটওয়্যার, ডাটাবেইজ, স্ক্যানার ও প্রশিক্ষণ বাবদ ৫০ হাজার টাকা, পরবর্তী চার বছরের জন্য সার্ভার ও ডাটাবেইস সাপোর্ট বাবদ ১ লক্ষ টাকা এবং পাঁচ বছরে প্রতি ইউনিটের জন্য সর্বমোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ফি প্রদান করতে হবে। এই প্যাকেজের অধীনে প্রতিটি কারখানা একটি বায়োমেট্রিক স্ক্যানার, বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট ও আইডেন্টিফিকেশন সফটওয়্যার, ইন্সটলমেন্ট সেবা, অপারেটর ট্রেনিং এবং ফোন কল সহযোগিতা পাবে। তবে সফটওয়্যার লাইসেন্স এবং সার্ভিসের জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানাকে অবশ্যই অগ্রীম ফি প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর সিএসএল সফটওয়্যার রিসোর্সেস লিমিটেড সংশ্লিষ্ট কারখানাকে লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টি অবহিত করবে। বায়োমেট্রিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিএসএল সফটওয়্যার রিসোর্সেস লিমিটেড, ফোন: ০৯৬০৬৪০০১০০ এবং support.bkmea@cslsoft.com এই ঠিকানা, ফোন নাম্বার ও ই-মেইলে যোগাযোগ করা যাবে।

শিল্প সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতে অ্যাকর্ডকে আরো নমনীয় হতে বিকেএমইএ'র আহ্বান

অ্যাকর্ডের ... রব ওয়েজের সাথে আলোচনায় বিকেএমইএ'র ১ম সহ-সভাপতি এ এইচ আসলাম সানি

গত ২৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে বিকেএমইএ'র ঢাকা কার্যালয়ে ইউরোপীয় পোশাক পরিদর্শক সংস্থা অ্যাকর্ডের সাথে বিকেএমইএ'র পোশাক শিল্পের জন্য শিল্প সহায়ক পরিবেশ প্রসঙ্গে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেএমইএ'র পক্ষে ১ম সহ-সভাপতি এ এইচ আসলাম সানি এবং ২য় সহ-সভাপতি মনসুর আহমেদ এসময় উপস্থিত ছিলেন। ১ম সহ-সভাপতি আসলাম সানি বলেন, বাংলাদেশের বেশির ভাগ নীট পণ্য রপ্তানি হয় ইউরোপের বাজারগুলোতে। যে কারণে বাংলাদেশের নীট উদ্যোক্তাদের জন্য ইউরোপ গুরুত্বপূর্ণ। আর সে জন্যই অ্যাকর্ডকে সাথে নিয়ে কাজ করতে চায় বিকেএমইএ, অ্যাকর্ডের পরামর্শ সব সময়ই বিকেএমইএ'র কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তবে অ্যাকর্ড যেভাবে দেশের নীট কারখানা গুলোকে দেখতে চায় তা বাস্তবায়নে সময় দরকার এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাকর্ডের কাছ থেকে আশানুরূপ সময় ও সহযোগিতা পাচ্ছে না নীট কারখানাগুলো। যে কারণে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার ও শিল্প সহায়ক পরিবেশ বজায় রাখতে অ্যাকর্ডকে তার অবস্থান থেকে আরো নমনীয় হওয়ার আহ্বান জানান বিকেএমইএ'র ১ম সহ-সভাপতি। নীট রপ্তানিতে দেশের বৃহৎ ও মাঝারি কারখানার সাথে যদি ছোট কারখানাগুলোও যুক্ত হতে পারে তাতে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি আরো বাড়বে সেই সাথে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উপরও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন বিকেএমইএ'র ২য় সহ-সভাপতি মনসুর আহমেদ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে শুধু পরিদর্শক হিসেবে নয় মালিকদের অবস্থান থেকেও বিষয়গুলো বিবেচনার অনুরোধ জানান তিনি। আলোচনায় অ্যাকর্ডেরপক্ষে অংশ নেন ...

পোশাক শিল্পের উন্নয়নে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীকে সভাপতি এবং একই মন্ত্রণালয়ের উপসচিবকে সদস্য সচিব করে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠিত হয়েছে। যা দেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করবে। ২০ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলে সরকার পক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র, বস্ত্র ও পাট, পররাষ্ট্র এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন করে প্রতিনিধি এবং মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিভিন্ন সংগঠনের ছয়জন সদস্য থাকবেন। মালিক পক্ষের ছয় সদস্যের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন বিকেএমইএ'র সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান, এমপি, ১ম সহ-সভাপতি এ এইচ আসলাম সানি এবং ২য় সহ-সভাপতি মনসুর আহমেদ। দেশের বিদ্যমান সম্পদ ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, শ্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধি ও নীতি বিবেচনা করে পোশাক শিল্পের উন্নয়নে কাজ করবে এই পরামর্শ পরিষদ। সেই সাথে এ খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতেও সরকারকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করবেন এই পরিষদের সদস্যরা। ত্রিপক্ষীয় এই পরিষদ বছরে তিনবার সভায় মিলিত হবে। তবে সভাপতি চাইলে যেকোনো সময় এই পরিষদ সভা আহ্বান করতে পারে।

নীট পণ্যের ব্র্যান্ডিং নিশ্চিতকল্পে বিকেএমইএ'র আন্তর্জাতিক কর্মশালা আয়োজিত

'বাংলাদেশ নীটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি : রিটেইল ব্র্যান্ডিং, গভার্নেন্স অ্যান্ড মার্কেট ক্রিয়েশন' শীর্ষক কর্মশালায় প্যানেল আলোচনায় বাম থেকে

বিকেএমইএ ঢাকা কার্যালয়ে ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে 'বাংলাদেশ নীটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি : রিটেইল ব্র্যান্ডিং, গভার্নেন্স অ্যান্ড মার্কেট ক্রিয়েশন' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেএমইএ এবং যুক্তরাজ্যের বহুজাতিক কোম্পানি ডব্লিউজিএসএন এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় দুইটি অধিবেশনে দেশীয় পোশাক ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এর বাজার সৃষ্টিতে সরকারি পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। কর্মশালায় বিকেএমইএ'র ১ম সহ-সভাপতি এ এইচ আসলাম সানি, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি বিভাগের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবরার আনোয়ার, ডব্লিউজিএসএন এর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সেলস ডিরেক্টর পুনিত কুমার দুদেজা, পোশাক ব্র্যান্ড ইয়োলো'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শারিয়ার বার্নি, ফকির অ্যাপারেলস এর ডিজাইন প্রধান শিবানি শর্মা প্যানেল সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্যানেল মডারেটর হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি মুজিবুর রহমান এবং সমাপনী বক্তা হিসেবে বিকেএমইএ'র সহ-সভাপতি (অর্থ) জি এম ফারুক উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্যে ১ম সহ-সভাপতি আসলাম সানি বলেন, নিজেদের দক্ষতা যোগ্যতা ও গুণগত মান প্রমাণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ৪০ বছর পার করছে। বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক আমরা। নীট খাত থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের আয় ১৩.৩৫ বিলিয়ন ডলার যা জিডিপি প্রবৃদ্ধির ৬.০২ শতাংশ। ২০১৬-১৭ তে এই খাতের আয় ২৮.৮ বিলিয়ন ডলার এবং ২০১৭-১৮ তে তা আরো বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৈষম্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে উৎপাদিত একটি টি শার্ট আমেরিকা কেনে ৩.৫২ ডলারে এবং নিজেদের বাজারে বিক্রি করে ১৩ ডলারে। একইভাবে সুইডেন আমাদের কাছ থেকে ০.৮৯ ডলারে কিনে বিক্রি করে ৯ ডলারে। যে কারণে গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে বাংলাদেশের নীটওয়্যার খাতের অবদান ৬-৭ শতাংশ যা সন্তোষজনক নয়। নিজস্ব উৎপাদন দক্ষতা এবং গুণগত মানের দিক থেকে বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় পোশাক ব্র্যান্ডকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে মনে করেন বিকেএমইএ সহ-সভাপতি। তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে বিকেএমইএ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ হিসেবে সরকারকে অবশ্যই ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি রপ্তানি বাণিজ্যে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করতে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। এতে একদিকে যেমন ক্রেতাগোষ্ঠির ক্রয়াদেশের উপর নির্ভরতা কমবে, অন্যদিকে দেশে উৎপাদিত পোশাক দেশীয় ব্র্যান্ডের নামে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারজাত করা সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে ডব্লিউজিএসএন এর পক্ষ থেকে ডিজাইন দক্ষতা, ভোক্তার পছন্দ, বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে পোশাকের ধরন, দাম নির্ধারণসহ ব্র্যান্ড বাজারজাতকরণ এবং বিশ্ব বাজারে সম্পূর্ণ নতুন ব্র্যান্ড হিসেবে বাংলাদেশি ব্র্যান্ড কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং তার সমাধান কি হতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকাউন্টস ডিরেক্টর (দক্ষিণ এশিয়া) উর্বশী গুপ্ত। কর্মশালার দ্বিতীয় অধিবেশনে বিকেএমইএ'র রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেলের সহকারী যুগ্ম সচিব ফারুক হোসেন 'বাংলাদেশ নীটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি : রিটেইল ব্র্যান্ডিং, গভার্নেন্স অ্যান্ড মার্কেট ক্রিয়েশন' সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে ট্রেড, ইকোনোমিক পলিসি, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এবং রিটেইলিং এ বাংলাদেশ যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং তা সমাধানের জন্য বিকেএমইএ'র উদ্যোগ তুলে ধরেন। প্যানেল ডিসকাশন পর্বে ব্র্যান্ডিং টেকনিক ও আথ সামাজিক উন্নয়নে দেশীয় পোশাক ব্র্যান্ডের ভূমিকা তুলে ধরে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সিইও আবরার আনোয়ার বলেন, একটি ব্র্যান্ডকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং তা ভোক্তার দোর গোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে কী ঘটছে, সামনের দিনে কী আসছে অর্থাৎ সব পরিস্থিতিতে সময়ের সাথে চলার মানসিকতা রাখতে হবে। সেই সাথে ভোক্তা শ্রেণির চাহিদাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার উপর জোর দেন তিনি। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে পোশাক উৎপাদন বৃদ্ধির সব ধরনের সুযোগ রয়েছে। তাই ব্র্যান্ড সৃষ্টির মাধ্যমে পোশাকের রপ্তানি মূল্য কয়েক গুণ বাড়ানো সম্ভব। এ ধরনের উদ্যোগে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি বিভাগের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল বলেন, এ উদ্যোগ যেনো সহজ হয় সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬০শতাংশ এক্সপোর্ট রিটেনশন কোটা সুবিধা থাকছে। এছাড়াও ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুবিধা দেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। উক্ত প্যানেলের মডারেটর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান আলোচনার সারসংক্ষেপে বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যবসায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে ইনোভেশনের কোনো বিকল্প নেই। ব্র্যান্ডিং হলো বাজারে ভোক্তার চাহিদাকে পরিমাপ করে অল্প সময়ে মান সম্পন্ন পণ্য সরবরাহ করা। টেকসই নীট শিল্পের বিকাশে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখার পক্ষে মত দেন। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্যে বিকেএমইএ'র সহ-সভাপতি (অর্থ) জি এম ফারুক বলেন, আজকের এই কর্মশালা আমাদের দেশীয় পোশাক ব্র্যান্ড সৃষ্টি, তার বাজারজাতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এর সম্প্রসারণে আমাদের ভাবনাকে সমৃদ্ধ করবে। সেই সাথে তা বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগী ভূমিকা পালনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি। কর্মশালায় দেশি বিদেশি বিভিন্ন পোশাক ব্র্যান্ড ও নীটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের উর্ধতন কর্মকর্তাসহ প্রায় অর্ধশতাধিক আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

পোশাক কারখানায় সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে বিকেএমইএ-আইএলও'র যৌথ কর্মশালা

পোশাক কারখানায় সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত ও শ্রমিক অধিকার তরান্বিত করতে বিকেএমইএ ও আইএলও'র যৌথ আয়োজনে 'প্রোমোটিং সোশ্যাল ডায়ালগ অ্যান্ড হারমোনিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ইন দ্যা বাংলাদেশ রেডি-মেড গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি' শীর্ষক এক কর্মশালা বিকেএমইএ ঢাকা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বিকেএমইএ'র ১ম সহ-সভাপতি এ এইচ আসলাম সানি এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রধান কারিগরি পরামর্শক মহেন্দ্র নাইডু বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিক অধিকার আরো বেশি সুসংহত করা এবং দ্রুত ও সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের জন্য দেশের ৫০০ পোশাক কারখানায় অংশগ্রহণমূলক শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করবে আইএলও। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পের মাধ্যমে এর ৪০ শতাংশের কাজ বিকেএমইএ ও আইএলও যৌথভাবে সম্পন্ন করবে। বিকেএমইএ এই প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব নীট কারখানায় ইতোমধ্যেই শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ এবং যেগুলো এখনো ইউনিয়ন গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে সেগুলোতে যথাযথ পদ্ধতিতে ইউনিয়ন গঠন, নির্বাচন এবং কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করবে। কর্মশালায় বিভিন্ন নীট প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪০ জন কর্মকর্তা অংশ নিয়ে প্রকল্প পরিচালনা, দিক নির্দেশনা ও কারিগরি সহযোগিতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হাতে কলমে ধারনা লাভ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন, বিকেএমইএ'র পরিচালক আলমগীর কবির ও বিভিন্ন সেলের কর্মকর্তাবৃন্দ।

২০১৭-১৮ প্রাক বাজেট আলোচনায় উৎসে কর ০.৫ শতাংশ এবং কর্পোরেট ট্যাক্স ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব বিকেএমইএ'র

(১ম পৃষ্ঠার পর) সরঞ্জাম কর ও শুল্কমুক্ত আমদানির প্রস্তাব দেন বিকেএমইএ'র সহ-সভাপতি। জাতীয় বাজেটে বিবেচনার জন্য বিকেএমইএ'র ২৫টি প্রস্তবনা লিখিতভাবে এনবিআর চেয়ারম্যানের কাছে পেশ করেন তিনি । যা আগামী বাজেটে বাস্তবায়িত হলে নীট শিল্প আরো বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে উত্থাপিত উক্ত প্রস্তাবসমূহ বাংলাদেশের নীটওয়্যার কেন্দ্রিক বৈদেশিক বাণিজ্য আরো সুসংহত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে এনবিআর চেয়ারম্যান আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেই সাথে বিকেএমইএ'র প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে এনবিআর এর পক্ষ থেকে সব রকম সহায়তার আশ্বাস দেন।

আইপিইউ সম্মেলনে ২ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আদেশ পেয়েছে বিকেএমইএ'র কারখানাসমূহ

আইপিইউ সম্মেলনে আগত অতিথিদেরকে দেশীয় ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় ও খাতওয়ারি বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার চিত্র তুলে ধরতে ১ থেকে ৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে আয়োজিত আইপিইউ ফেয়ারে বিকেএমইএ'র স্টল পরিদর্শনকালে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরিন সারমিন চৌধুরি

গত ১ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল ২০১৭ সাবের হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের ১৩৬তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয়ের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অসমতা দূর করা। বিশ্বের ১৪০টি দেশ থেকে প্রায় ১ হাজার ৪০০ আইন প্রনেতা ও ব্যবসায়ি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ৬৫০জন সংসদ সদস্য এবং ৫৩জন স্পিকার। ১ এপ্রিল ২০১৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে ১৩৬তম এবং বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন দেশের আইনসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় সেইসব আইনসভার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অর্জন তুলে ধরেন। এমডিজি'র বিভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সফলতা তুলে ধরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন দেশের প্রতি পরামর্শমূলক সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকলকে আবহমান বাংলার শিল্প সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পাঁচ দিনব্যাপী প্রদর্শনীমূলক শিল্পমেলার আয়োজন করা হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা ও স্থানের ছোট ছোট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হয় এই মেলায়। বাংলাদেশের লোক শিল্পের বিভিন্ন দিক এবং সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার বর্তমান চিত্র এবং সফলতা প্রদর্শন করা হয় মেলায়। সেই সাথে খাতওয়ারি বিভিন্ন শিল্পের প্রদর্শনীতে দেশের নীট পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বিকেএমইএ এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্টলে আন্তর্জাতিক মানের দেশীয় বিভিন্ন নীট পণ্য ও বিকেএমইএ'র গবেষণাধর্মী বিভিন্ন প্রকাশনা প্রদর্শিত হয়। উদ্বোধনী দিন ১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন। এরপর মেলায় প্রদর্শিত স্টল পরিদর্শনকালে তিনি বিকেএমইএ'র স্টলে আসেন এবং দেশের নীট খাতে বিকেএমইএ'র বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। স্টল পরিদর্শন শেষে বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী নিজস্ব প্রকাশনা তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। মেলার তৃতীয় দিন ৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে স্পিকার ড. শিরিন সারমিন চৌধুরি বিকেএমইএ'র স্টল পরিদর্শন করেন এবং বিকেএমইএ'র অব্যাহত প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। দেশের তৈরি পোশাক খাতকে আরো উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে বিকেএমইএ'র জন্য শুভ কামনা জানান তিনি। একই দিন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মেলা পরিদর্শনকালে বিকেএমইএ'র স্টল পরিদর্শন শেষে বিভিন্ন প্রকাশনার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চান। সেই সাথে বিকেএমইএ'র স্টলে প্রদর্শিত দেশের বিভিন্ন কারখানার নীট পণ্যের গুণগত মানের প্রশংসা করেন। চতুর্থ দিন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর স্টল পরিদর্শন শেষে বিকেএমইএ'র উদ্যোগ ও উদ্যোক্তাদের সম্পর্কে ভিজিটিং বুকে লিখেন, 'নানবিধ উদ্যোগ। আমার ধারনা আরো সমৃদ্ধ হলো। এভাবেই এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। অভিনন্দন উদ্যোক্তাদের।' ধারনা করা হচ্ছে এই মেলার দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব হিসেবে বাংলাদেশ থেকে নীট রপ্তানির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। স্টল পরিদর্শকারী ব্যক্তিবর্গ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, বেকারত্ব হ্রাস, গ্রামীন নারীদের কর্মসংস্থানসহ পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে নারী শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন সৃষ্টিতে নীট শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হন। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে ১৭ টি কোম্পানি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে একক ও যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করে। মেলায় বাংলাদেশের নীট পণ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিকেএমইএ'র প্রচেষ্টায় প্রায় ২ মিলিয়ন নীট পণ্যের রপ্তানি আদেশ গ্রহণ করে। বিকেএমইএ'র সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান, এমপি বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়ন ও নীট পণ্যের ধারাবাহিক বিকাশে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সম্মেলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের একটি আয়োজনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন চিত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি আমরা।

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গার্মেন্ট ও লিন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রশিক্ষণ দিলো বিকেএমইএ

????

বিকেএমইএতে ১৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত গার্মেন্ট টেকনোলজি ও লিন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রশিক্ষণ শেষে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২৬ শিক্ষার্থীর মাঝে বিকেএমইএ'র সনদ বিতরণ করা হয় গত ১২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে। বিকেএমইএ ঢাকা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে বিকেএমইএ'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোর্স কো-অর্ডিনেটরসহ বিভিন্ন সেলের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। গত ২৭ মার্চ ২০১৭ থেকে ১২ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই কোর্সে পোশাক কারখানায় উৎপাদন অপচয় হ্রাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি হাতে কলমে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের সুযোগ পান শিক্ষার্থীরা। ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশিক্ষণ সঠিক পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা। সেই সাথে নিজেদের ক্যাম্পাসে তৈরি পোশাক সম্পর্কিত বিভিন্ন সেমিনার আয়োজনের ক্ষেত্রেও বিকেএমইএ'র সহায়তা প্রত্যাশা করেন তারা। এর আগে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগের আরো ৩৮ শিক্ষার্থী দুটি ব্যাচে বিকেএমইএ'র এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি বিশেষ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে বলা হয়, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জ্ঞানই টিকে থাকার একমাত্র অবলম্বন। প্রশিক্ষণার্থীরা বিকেএমইএ'র এই ১৫ দিনের তত্ত্বীয় ও ব্যাবহারিক জ্ঞান আরো সম্প্রসারিতভাবে তাদের পেশাগত জীবনে প্রয়োগ করলে দেশের পোশাক শিল্পের এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া আরো বেগবান ও ইতিবাচক হবে বলে বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। বিকেএমইএ ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২৭৯ জন শিক্ষার্থীকে গার্মেন্ট টেকনোলজি ও লিন ম্যানুফ্যাকচারিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ৩য় ব্যাচে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ালো ৩০৫।

চট্টগ্রাম বন্দর ও ঢাকা আইসিডির মধ্যে রেলযোগে অধিক হারে কন্টেইনার পরিবহনের সুযোগ বৃদ্ধি

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কমলাপুর আইসিডিতে পণ্য পরিবহনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের সক্ষমতা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটের ৩২০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে ২৪০ কিলোমিটার ডাবল লাইনের আওতায় এসেছে। ফলে ১৪-১৫ ঘণ্টায় এই দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব এখন। যার ফলে আগের তুলনায় দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল পথে অধিক সংখ্যক নীট পণ্যবাহী কন্টেইনার পরিবহন সম্ভব হবে বলে মনে করে বিকেএমইএ। পণ্যবাহী কন্টেইনার পরিবহনের জন্য বর্তমানে কাজ করছে বাংলাদেশ রেলওয়ের পাঁচটি ইঞ্জিন। কন্টেইনার স্থানান্তরের জন্য সিজিপিওয়াই এর সক্ষমতাও পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। পণ্য পরিবহন আরো সহজতর করতে ওয়াগন সংখ্যা ২৫০টি থেকে ৪৫০ এ উন্নিত হয়েছে। ফলে রেলযোগে স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক কন্টেইনার পরিবহন বিকেএমএইএ'র সদস্যভুক্ত কারাখানাগুলোর জন্য সহজতর হবে। শুধু তাই নয়, রেলপথে অধিক সংখ্যক নীট পণ্যবাহী কন্টেইনার পরিবহন সম্ভব হলে সড়ক পথে পণ্য পরিবহনে চাপ কমবে এবং তা সংস্কার ও মেরামতের জন্য সরকারের ব্যয় ও সময় আগের তুলনায় কমবে বলেও বিকেএমএই আশা প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, এ সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য ও সহযোগিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা ও ফোন নম্বর নিম্নে প্রদান করা হলো :

সরদার সাহাদাত আলী
চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব)
মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) এর পক্ষে
বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
ই-মেইল : ccme@railway.gov.bd
ফোন : ০৩১২৮৬৩১৯১
মোবাইল : ০১৭১১৫০৬১১৪

সম্পাদক - মো: হুমায়ুন কবীর খাঁন শিপ্পী . নির্বাহী সম্পাদক - সুলভ চৌধুরী . বিকেএমইএ'র প্রধান কার্যালয় - প্রেস ক্লাব ভবন, ২৩৩/১ (২য় তলা), বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ-১৪০০ থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৮৮০-২-৭৬৪১৮৫৭, ৭৬৪১২৯৫, ৭৬৪০৫০৫, ৭৬৪৭৬৪৬ ফ্যাক্স : ৭৬৩০৬০৯ E-mail : info@bkmea.com, bkmeapublication@gmail.com Website : www.bkmea.com